দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে বহু নারী

পুরুষ-শিশু-কিশোর উপকৃত হইতেছে

ঝিনাইদহ হইতে স্বপন সাহা ।। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৯৬ সালের জুন পর্যন্ত সারাদেশে ১৬লক্ষ ২০ হাজার ১৩ জননিরক্ষর নারী-পুরুষ, শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। '৯৬ সালের শেষে এই সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৩৬ হাজারে পৌঁছাইবে বলিয়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি সূত্রে জানা যায়।

শত বর্ষের অধিককাল আগে বৃটিশ আমল হইতে এদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হয়। ১৮৮২ সালে স্যার উইলিয়াম হান্টারের এক প্রতিবেদনে নৈশ বিদ্যালয়ের ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নিরক্ষরদের শিক্ষাদান শুরু হয়। সেই সময় অবিভক্ত বাংলায় ৯ শত ২৬টি নৈশ স্কুল ও ১৪০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালুর উল্লেখ আছে। এই সকল স্কুল ও কেন্দ্র এলাকার উৎসাহী ব্যক্তিবর্গও সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। ১৯৩৮ সালে প্রথম তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় সাক্ষরতা আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ডঃ ফ্রাঙ্ক লাওবাক প্রবর্তিত 'একজন প্রতিজন' শিক্ষা ছিল তৎকালীন এই আন্দোলনের মূল শ্লোগান। এই শিক্ষা পদ্ধতি সেই সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয়। ফলে সরকার 'বেঙ্গল রুরাল রিকন্সট্রাকশন ডিপার্টমেন্টে'র হাতে বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে। শিক্ষা ছাড়াও এই কার্যক্রমের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৩ সালের দিকে 'ভিলেজ এইডের' মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান এ্যাডাল্ট এডুকেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

হয়। ১৯৬৩ সালে কুমিল্লায় জন-শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বয়স্ক শিক্ষা শাখা চালু হয়, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার আওতায় ৪০ হাজার নারী-পুরুষকে নামস্বাক্ষর কারীদের সেই সময় সনদপত্র দেওয়া হইত। কুমিল্লায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা চালু করা হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭২ সালে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন প্রথম কুড়িগ্রামের রৌমারী থানা ও পরে আরও ৫২টি থানায় গণ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। '৭৩ সালে গ্রাম উন্নয়ন ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প হাতে নেয়। আবার '৮০ সালে সারাদেশে সরকারী উদ্যোগে দেশব্যাপী গণ-শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় এবং '৮২ সাল পর্যন্ত চলে। এই কর্মসূচীর অধীনে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার লোককে স্বাক্ষর জ্ঞান দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ৮৭ সালে ২৭টি থানায় পাইলট প্রকল্প হিসাবে গণ-শিক্ষা চালু হয় এবং ৯১ সাল পর্যন্ত সাড়ে ৫ লক্ষ নিরক্ষরকে স্বাক্ষরতা শিক্ষা দেওয়া হয়।

চতুর্থ-পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (ইনফেপ) নামে পরীক্ষা-মূলকভাবে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদী হইলেও পরে '৯৬-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইহার মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিক ব্যয় নির্ধারণ করা হয় একশত ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষাদান, স্বাক্ষরতা কার্যক্রমের অধীন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীন প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির হারও শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য ৪/৫ বছর বয়সী শিশুদের নিয়া প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাস্তর গড়িয়া তোলা হয়। ৬ হইতে ১০ বছর বয়সী শিশু যাহারা স্কুলে ভর্তি হয় নাই বা পড়া শেষ না করিয়া স্কুল ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের মৌলিক শিক্ষাদান ও স্কুলে ফিরাইয়া আনার কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১১ হইতে ১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী যাহারা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় নাই তাহাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়, ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বের নারী-পুরুষদের স্বাক্ষরদান শিক্ষা ও তাহাদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, নোরাড ও সিডা অর্থের যোগান দেয়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, প্রকল্পটির অধীনে সর্বমোট প্রাক প্রাথমিক স্তরে ৬২ হাজার ৫৫০ জনকে, মৌলিক স্তরে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১০০ জনকে, ২ লক্ষ ৩৪ হাজার কিশোর-কিশোরীকে পাঠদান, ১২ লক্ষ ৮ হাজার ৮৬৪ জন বয়স্ক লোককে সাক্ষরতা শিক্ষা, ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬৯৯ জনকে সাবিক সাক্ষরতা আন্দোলনের অধীন শিক্ষা দান ও দেড় হাজার জনকে উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দেশের ৬৯টি কর্ম এলাকায় মোট ৫৯হাজার ১১০টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। তন্মধ্যে ১০টি থানাকে মডেল থানা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। থানাগুলি হইতেছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা, বরিশালের হিজলা, কুষ্টিয়া সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, ফরিদপুর সদর, পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সদর ও ফেনীর পরশুরাম। থানাগুলিতে নিবিড় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষাদানের পর নির্ধারিত মান অর্জন শেষে শিক্ষা চর্চা অব্যাহত রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। যাহাতে তাহারা কিছুদিন পর ভুলিয়া পুনরায় নিরক্ষর না হয় সেজন্য ৭৩৫টি গ্রাম শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শত বর্ষের গণশিক্ষার ইতিহাসে বর্তমানে চালু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমটি অধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে।